

سُورَةُ الْمُرْقَاتَانِ مَكِّيَّةٌ

২৫-সূরা আল্ ফুরকান

ইহা মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ইহাতে ৭৮ আয়াত এবং ৬ রুকু আছে ।

১। আল্লাহ্‌র নামে, যিনি অশাচিত-অসীম দাতা, পরম দয়াময় ।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ①

২। সেই সত্তা পরম বরকতের অধিকারী যিনি নিজ বাপ্পার উপর ফুরকান নাযেল করিয়াছেন যেন সে সমগ্র জগতের জন্য সতর্ককারী হয়—

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ②

৩। তিনিই সেই সত্তা যাহার জন্য আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সর্বাধিপত্য এবং যিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেন নাই, এবং যাহার সর্বাধিপত্যের মধ্যে কোন শরীক নাই এবং যিনি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করিয়াছেন অনন্তর উহার সঠিক পরিমাপ নির্ধারিত করিয়াছেন ।

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ سُوْرَةٌ فِي الْمَلِكِ وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ③

৪। এবং তাহারা তাহাঁর পরিবর্তে এমন মা'বুদ গ্রহণ করিয়াছে যাহারা কোন কিছুই সৃষ্টি করে না বরং নিজেরাই সৃষ্টি; বস্তুতঃ উহারা নিজেদের জন্যও তো না কোন উপকার এবং না কোন অপকার করার ক্ষমতা রাখে এবং না জীবন এবং না মরণ এবং না পুনরুত্থানেরই উহারা কোন ক্ষমতা রাখে ।

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ أَنْ يَنْفَعَهُمْ صَرًّا وَلَا تَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ④

৫। এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা বলে, 'ইহা এক অলৌকিক কথা ছাড়া কিছুই নহে যাহা সে নিজে মিথ্যা রচনা করিয়া লইয়াছে এবং এই ব্যাপারে অন্য এক জাতি তাহাকে সাহায্য করিয়াছে ।' বস্তুতঃ তাহারা গুরতর যুলুম করিয়াছে এবং জঘন্য মিথ্যা বলিয়াছে ।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أُنْفُكٌ أَفْتَرَاهُ وَاعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ⑤

৬। এবং তাহারা বলে, 'এই সব পূর্ববর্তীদের উপকথা, যাহা সে লিখাইয়া লইয়াছে এবং ইহা তাহার নিকট সকাল ও সন্ধ্যায় পড়িয়া শুনানো হইতেছে ।'

وَقَالُوا سُلْطَانُ الْأَوَّلِينَ أَلَمَّا لَتَتْ كِئْسَاهُ فَأَقْبَرْنَا عَلَيْهِمْ ⑥

৭। তুমি বল, 'ইহাকে তিনি অবতীর্ণ করিয়াছেন যিনি আকাশ-মণ্ডল ও পৃথিবীর প্রত্যেক রহস্য সম্বন্ধে অবগত আছেন । নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময় ।'

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ⑦

৮। এবং তাহারা বলে, 'এই আবার কেমন রসূল যে আহ্বানও করে এবং বাজারেও চলাফেরা করে? তাহার উপর কেন কোন ফিরিশতা নাযেল করা হয় নাই যাহাতে সে তাহার সঙ্গে থাকিয়া সতর্ককারী হইতে পারিত?'

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الظَّالِمَ مَنَئِثًا
فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ
سَدْرٌ بَرٌّ

৯। অথবা তাহার নিকট কোন ধন-ভাণ্ডার অবতীর্ণ করা হইত অথবা তাহার কোন বাগান থাকিত যাহা হইতে সে (ফল-ফলাদি) শাহিত? এবং যালেমগণ বলে, 'তোমরা কেবল এক যাদুশাস্ত্র বাস্তির পিছনে চলিতেছ।'

أَوْ يُنْفِثُ إِلَيْهِ كَافًرًا أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا
وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنَّ تَبْيِيعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا

১০। দেখ! তাহারা তোমার সম্বন্ধে কেমন উপমাসমূহ বর্ণনা করিতেছে। ফলে তাহারা বিপথসামী হইয়াছে, অতএব তাহারা কোন সঠিক পথ হুঁজিয়া পাইবে না।

أَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَظِيلُونَ
سَبِيلًا

১১। পরম কল্যাণের অধিকারী তিনি, যিনি চাহিলে তোমার জন্য উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর জিনিষ সৃষ্টি করিতে পারেন— এমন বাগানসমূহ যাহার তলদেশ দিয়া নহরসমূহ প্রবাহিত হইতে থাকিবে— এবং তোমার জন্য বড় বড় প্রাসাদ তৈয়ার করিয়া দিতে পারেন।

تَبَرَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ
قُصُورًا

১২। বরং তাহারা কিয়ামতকে অস্বীকার করিতেছে; এবং যে বাস্তি কিয়ামতকে অস্বীকার করিবে তাহার জন্য আমরা প্রজ্জলিত অগ্নি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি।

بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلَعَدَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ
بِآيَاتِنَا سَعِيرًا

১৩। যখন উহা তাহাদিগকে দূর হইতে দেখিবে তখন তাহারা উহার তীব্র রোষ ও গর্জন শুনিতে পাইবে।

إِذَا رَأَوْهُمُ مِنَ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَفَافُطًا
وَزَفِيرًا

১৪। এবং যখন তাহাদিগকে উহার একটি সংকীর্ণ স্থানে শিকলারুদ্ধ অবস্থায় নিরুপ করা হইবে তখন তাহারা তথায় মৃত্যু কামনা করিবে।

وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّبِينَ دَعَوْهُمْ آلَكَ
فُجُورًا

১৫। (তাহাদিগকে বলা হইবে,) 'আজ তোমরা এক মৃত্যু কামনা করিও না, বরং বহু মৃত্যু কামনা কর।'

لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ مُبُورًا وَادْعُوا مُبُورًا كَثِيرًا

১৬। তুমি বল, 'ইহা উত্তম, না চিরস্থায়ী জামাত, যাহার ওয়াদা মৃত্যুকীদের সঙ্গে করা হইয়াছে? ইহা তাহাদের প্রতিদান এবং শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল হইবে।'

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ
كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَصِيْرًا

১৭। তথায় তাহারা যাহা চাহিবে উহাই পাইবে, তাহারা উহাতে সদা বসবাস করিবে। ইহা এমন ওয়াদা যাহা পূর্ণ করা তোমার প্রভুর দায়িত্ব।

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا
مُتَقَاتِلًا

১৮। এবং যেদিন তিনি তাহাদিগকে এবং উহাদিগকে, যাহাদের তাহারা আত্মাহর পরিবর্তে ইবাদত করিত, সমবেত করিবেন; অতঃপর তাহাদিগকে বলিবেন, 'তোমরা কি আমার এই বান্দাদিগকে পথদ্রষ্ট করিয়াছিলে, না তাহারা নিজেরাই পথদ্রষ্ট হইয়াছিল ?'

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ مَّا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ
فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا
السَّبِيلَ ۝

১৯। তখন তাহারা বলিবে, 'তুমি পবিত্র, আমাদের কোন অধিকার ছিল না যে আমরা তোমার পরিবর্তে অন্যদিগকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করি, কিন্তু তুমি তাহাদিগকে এবং তাহাদের পিতৃপুরুষদিগকে পার্থিব সম্পদ দান করিয়াছিলে, পারিণামে তাহারা (তোমার) সম্মরণকে ভুলিয়া গিয়াছিল এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিতে পরিণত হইয়াছিল।'

قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِن
دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى
نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۝

২০। কিন্তু (মোশরেকগণকে বলা হইবে, দেখ!) যাহা কিছু তোমরা বলিতেছ ইহাকে তাহারা মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে; সূতরাং (আজ) তোমরা এই শাস্তিকে অপরসারিত করিতে পারিবে না এবং কোন প্রকার সাহায্যও লাভ করিতে পারিবে না। তোমাদের মধ্য হইতে যাহারা যালেম তাহাদিগকে আমরা মহা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাইব।

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَغِيثُونَ
وَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّهُ يُظْلِمُونَ نَفْسَهُ عَذَابًا
كَبِيرًا ۝

২১। এবং আমরা তোমার পূর্বে যত বৃহৎ প্রেরণ করিয়াছি তাহারা সকলেই তো আহ্বার করিত এবং হাটে-বাজারে চলাফেরা করিত। এবং আমরা তোমাদের মধ্য হইতে কতককে কতকের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ করিয়াছি (ইহা দেখিবার জন্য যে) তোমরা সবুর কর কিনা। বস্তুতঃ তোমার প্রভু সর্বদ্রষ্টা।

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ
يَكْفُرُونَ بِالْكَفَّارِ وَيَنْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ
رَبُّكَ بِصِيرَةٍ ۝

২২। এবং যাহারা আমাদের সাক্ষাতের আশা রাখে না তাহারা বলে, 'আমাদের উপর ফিরিশতা নাযেল করা হয় না কেন? অথবা আমরা আমাদের প্রতিপালককে প্রত্যক্ষ করি না কেন?' তাহারা নিজেরদের মনে অহংকার পোষণ করিয়াছে এবং বিদ্রোহিতায় সীমা ছাড়িয়া গিয়াছে।

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ
عَلَيْنَا السَّلَاطَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا
فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ۝

২৩। যেদিন তাহারা কিরিশ্বাদিগকে প্রত্যক্ষ করিবে সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন শুভ সংবাদ থাকিবে না; এবং তাহারা (বিচলিত হইয়া) বলিবে, 'আমাদের ও তাহাদের মধ্যে) শক্ত আড়াল চাই।'

يَوْمَ يَرَوْنَ السَّلَاطَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ
وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ۝

২৪। এবং আমরা তাহাদের সর্ব প্রকার কৃত-কর্মের প্রতি মনোযোগ দিব যাহা তাহারা করিত, অতঃপর উহাদিগকে আমরা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করিব।

وَقَدْ مَنَّآ إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِن عَمَلٍ جَعَلْنَاهُ هَبَاءً
مَّنْفُورًا ۝

২৫। সেদিন জামাতবাসীগণ (তাহাদের) ঠিকানার দিক দিয়াও উৎকৃষ্ট হইবে এবং বিশ্রামাগারের দিক দিয়াও সর্বাধিক সুন্দর-মনোরম হইবে।

أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝

২৬। এবং যেদিন মেঘমালাসহ আকাশ বিদীর্ণ হইবে; এবং বহন সংখ্যায় ফিরিশ্তা নাযেল করা হইবে—

وَيَوْمَ تَشْقُقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَتُنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ نَزِيرًا ۝

২৭। সেই দিন সর্বাধিপত্য সত্য সত্যই রহমান আল্লাহর হইবে। এবং কাকেরদের জন্য সেই দিনটি হইবে অতি কঠোর।

أَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ۝

২৮। সেদিন মালেম নিজ হস্তদ্বয় দংশন করিয়া বলিবে, 'হায়, যদি আমি রসূলের সঙ্গে পথ অবলম্বন করিতাম।

وَيَوْمَ يَعْصُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلْتَمِسُنِيِ الْغَدُّ مَعَ الرُّسُلِ ۝

২৯। হায়, আমার দুর্ভাগ্য! যদি আমি অমূলকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করিতাম।

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُنِي أَنَّى جَاءْتُ فَلَا تَحِيلًا ۝

৩০। নিশ্চয় সে আমাকে উপদেশ হইতে বিভ্রান্ত করিয়াছে, উহা আমার নিকট আসিবার পর।' নিশ্চয় শয়তান প্রয়োজনের সময় মানুষকে একা ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا ۝

৩১। এবং এই রসূল বলিবে, 'হে আমার প্রভু! নিশ্চয় আমার জাতি এই কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তু বানাইয়া লইয়াছে।'

وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا ۝

৩২। এইরূপে আমরা সকল নবীর জন্য অপরাধীগণের মধ্য হইতে দূশমন নিয়োজিত করিয়াছি; বস্তুতঃ তোমার প্রভু হেদায়াত দানকারী ও সাহায্য দানকারী হিসাবে যথেষ্ট।

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ۝

৩৩। এবং কাকেরগণ বলিল, 'কুরআনকে তাহার উপর কেন একত্রে নাযেল করা হইল না?' এইভাবে (বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন সূরায়) এইজন্য (নাযেল করিয়াছি) যেন আমরা এতদ্বারা তোমার হৃদয়কে সুদৃঢ় করি। এবং আমরা ইহাকে উত্তম আকারে সুবিন্যস্ত করিয়াছি।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ۝

৩৪। এবং তোমার নিকট তাহারা যত আগন্তি উদ্ভাপন করে অবশ্যই আমরা তোমার নিকট (উহার) সত্য সঠিক উত্তর এবং সর্বাধিক সুন্দর ব্যাখ্যা পেশ করিয়া দিই।

وَلَا يَأْتِيَنَّكَ مِنَ الْإِنشَاءِ الْبَاطِلُ وَآخَسَنَ تَفْسِيرًا ۝

৩৫। তাহাদিগকে তাহাদের মুখের উপরে দোযখের দিকে একত্রিত করা হইবে— তাহারা হইবে মোকাম-মর্যাদায় অতি নিকৃষ্ট এবং সঠিক পথ হইতে হইবে সর্বাধিক দ্রাষ্ট ।

الَّذِينَ يُخَسِّمُونَ عَلَىٰ دُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ
عَشْرُ مَكَانًا ۖ وَاضْلٌ سَيِّئًا ﴿٣٥﴾

৩৬। এবং মুসাকে আমরা কিতাব দিয়াছিলাম এবং তাহার সহিত তাহার ভাই হারুনকে সহকারী নিযুক্ত করিয়াছিলাম ।

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ
وَزِينًا ﴿٣٦﴾

৩৭। এবং আমরা বলিয়াছিলাম, 'তোমরা উভয়ে সেই জাতির নিকট যাও যাহারা আমাদের আশ্রয়সমূহকে মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।' অতঃপর আমরা তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিয়া দিলাম ।

فَقُلْنَا أَذْهَبَ إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَرَبْنَاهُمْ
تَدْوِيرًا ﴿٣٧﴾

৩৮। এবং নূহের জাতিকেও, যখন তাহারা রসূলগণকে মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল তখন আমরা তাহাদিগকে নিমজ্জিত করিলাম এবং মানবজাতির জন্য তাহাদিগকে আমরা এক নিদর্শন করিলাম । এবং আমরা যালেমদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি ।

وَقَوْمٌ نُّوحٍ لَّنَا كَذَّبُوا الرَّسُولَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ
لِلنَّاسِ آيَةً ۖ وَاعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٨﴾

৩৯। এবং আমরা ধ্বংস করিয়া দিয়াছি আদ ও সামুদকে এবং কূপের অধিবাসীগণকে এবং তাহাদের মধ্যবর্তী আরও বহু জাতিকে,

وَعَادًا وَثَمُودًا وَأَصْحَابَ الرَّيِّسِ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ
كَثِيرًا ﴿٣٩﴾

৪০। এবং তাহাদের মধ্য হইতে প্রত্যেকের জন্য আমরা দুষ্টা সমূহ বর্ণনা করিয়া দিয়াছি, কিন্তু (যখন তাহারা গুনিল না তখন) আমরা সকলকেই সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিয়াছি ।

وَلَوْلَا فَضْلُ الْإِنشَاءِ ۖ وَلَوْلَا تَبَرُّنَا تَنْبِيْرًا ﴿٤٠﴾

৪১। এবং তাহারা (মক্কাবাসীগণ) সেই জনপদের নিকট দিয়া নিশ্চয় যাতায়াত করিয়াছে, 'যাহার উপর কষ্টদায়ক নিকৃষ্ট রূপে বর্ণন করা হইয়াছিল । তবু কি তাহারা ইহা দেখে না ? বস্তুতঃ তাহারা পুনরুত্থানের আশাই রাখে না ।

وَلَقَدْ آتَيْنَا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمِيطَتْ مَطَرُ السَّوْدِ
أَفْكَمٌ يَكُونُوا يَرُونَهَا بَلْدًا كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤١﴾

৪২। এবং তাহারা যখন তোমাকে দেখে তখন তাহারা তোমাকে কেবল ঠাট্টা-বিদ্রুপের পাত্র বলিয়া গণ্য করে (এবং বলে): 'এই কি সেই ব্যক্তি ! যাহাকে আল্লাহ রসূলরূপে আবির্ভূত করিয়াছেন ?

وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَخَذُوا وَثَاكًا ۖ وَالْأَهْرُؤُا ۖ أَفْعَدَا الَّذِي
بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤٢﴾

৪৩। সে তো আমাদিগকে আমাদের মা'বুদ হইতে বিপথ-গামী করিয়া দেওয়ার উপক্রম করিয়াছিল যদি না আমরা ইহাদের উপর স্পষ্টভাবে কায়ম থাকিতাম ।' এবং যখন

إِن كَادَ لَيُضِلَّنَا عَنِ الْبَيْتِ لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا
وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ جَنَّ يَرُونَ الْعَذَابَ ۖ مَنْ أَضَلَّ

তাহারা শাস্তিকে প্রত্যক্ষ করিবে তখন তাহারা নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে (সঠিক) পথের দিক দিয়া সর্বাধিক বিদ্রান্ত কাহারা।

سَيَلَا

৪৪। তুমি কি সেই ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়াছ যে নিজের প্ররুতিসমূহকে নিজের মা'ব্দরূপে গ্রহণ করে? তুমি কি তাহার উপর অভিভাবক নিযুক্ত হইয়াছ?

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ كُنُوتٌ عَلَيْهِ وَكَيْلًا

৪৫। তুমি কি মনে কর যে, তাহাদের অধিকাংশ লোক প্রবণ করে এবং অনুধাবন করে? তাহারা একেবারে চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়— বরং (সঠিক) পথের দিক দিয়া তাহারা সর্বাধিক বিদ্রান্ত।

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

৪
[১০]

৪৬। তুমি কি তোমার প্রভুর প্রতি লক্ষ্য কর নাহি যে, কিভাবে তিনি ছায়ায় লক্ষ্য করিয়া দেন? তিনি ইচ্ছা করিলে উহাকে একই স্থানে স্থির করিয়া দিতেন। অতঃপর আমরা সূর্যকে ইহার উপর একটি নির্দেশক করিয়াছি।

أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثَمًا تُجْرَعُنَا الشَّمْسُ عَلَيْهِ وَ لَيْلًا

৪৭। অতঃপর উহাকে আমরা আমাদের দিকে ক্রমান্বয়ে গুটাইয়া আনি।

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَبِينًا

৪৮। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদের জন্য রাস্ত্রিকে আবরণস্বরূপ এবং নিদ্রাকে আরামস্বরূপ করিয়াছেন এবং দিবসকে উত্থান ও উন্নতির উপায়স্বরূপ করিয়াছেন।

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

৪৯। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি বায়ুকে নিজ রহমত বর্ষণের পূর্বে সুসংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরণ করেন এবং আমরা মেঘ হইতে বিগুচ্ছ ও পরিষ্কার পানি বর্ষণ করি,

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا يَنْفِثُ بِهِنَّ دَحْيَتَهُ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

৫০। যেন আমরা উহার দ্বারা মৃত ভূমিকে সজীবিত করি এবং আমাদের সৃষ্ট বহু সংখ্যক জীবজন্তু ও মানুষকে পানি পান করাই।

لِنُخْرِجَ بِهِ بَلَدَهُ قَبِيحًا وَنُفِثَ بِهِ وَنَحْنُ خَالِقُ الْغَنَاءِ وَأَنَا بَرُّ كَيْثَرًا

৫১। এবং আমরা ইহাকে (কুরআনকে) তাহাদের মধ্যে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া দিয়াছি যেন তাহারা উপদেশ গ্রহণ করে, কিন্তু অধিকাংশ লোকই সব কিছু প্রত্যাখ্যান করিল কেবল অস্বীকার ছাড়া।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

৫২। এবং যদি আমরা ইচ্ছা করিতাম তাহা হইলে প্রত্যেক জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করিতাম,

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ مُّذَكِّرًا

৫৩। অতএব তুমি কাকেরদের আনুগত্য করিও না, এবং তুমি ইহার (কুরআনের) সাহায্যে তাহাদের সহিত রহতর জিহাদ কর।

৫৪। তিনিই সেই সত্তা যিনি দুই সমুদ্রকে প্রবাহিত করিয়াছেন যাহাদের মধ্য হইতে একটি মিষ্ট, সুগন্ধ এবং অপরটি লবণাক্ত, তিক্ত এবং তিনি উভয়ের মধ্যে এক আড়াল এবং শক্ত প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিয়াছেন।

৫৫। এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি মানুষকে পানি হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন; অতঃপর তিনি তাহার জন্য বংশগত (পৌত্রিক) সম্বন্ধ এবং বৈবাহিক (মাতৃক) সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন; এবং তোমার প্রভু প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান।

৫৬। এবং তাহারা আল্লাহর পরিবর্তে উহার ইবাদত করে যাহা তাহাদের কোন উপকারও করিতে পারে না এবং কোন অপকারও করিতে পারে না। বস্তুতঃ কাকের সদা তাহার প্রভুর (পরিকল্পনা সমূহের) বিরুদ্ধাচরণই হইয়া থাকে।

৫৭। এবং আমরা তোমাকে শুধু শুভসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরাপেই প্রেরণ করিয়াছি।

৫৮। তুমি বল, 'আমি তোমাদের নিকট ইহার জন্য কোন প্রতিদান চাহি না কেবল ইহা ছাড়া যে, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করে তাহা হইলে সে নিজের প্রভুর (নিকট যাওয়ার) পথ অবলম্বন করুক।'

৫৯। এবং তুমি সেই চিরজীবের উপর ভরসা কর যিনি কখনও মরেন না, এবং তাহার প্রশংসার সহিত তসবীহ পাঠ কর। বস্তুতঃ তিনি নিজ বান্দাগণের পাপসমূহ সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার ব্যাপারে যথেষ্ট।

৬০। যিনি আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাহা কিছু আছে সেই সব ছয় দিনে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতঃপর তিনি সুদৃঢ়রূপে আরশের উপর অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; ইনি অযাচিত-অসীম দাতা। অতএব তুমি তাহার সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা কর যে অধিক অবহিত।

৬১। এবং যখন তাহাদিগকে বলা হয় যে, তোমরা রহমান (আল্লাহ)-কে সেজদা কর; তখন তাহারা বলে, 'রহমান' আবার কে? আমরা কি তাহাকে সেজদা করিব যাহার সম্বন্ধে তুমি

فَلَا تَطِيعُ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَثِيرًا

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَ هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْرٍ إِلَّا مَا مَنَ شَاءَ أَن يَخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْبَاقِي الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَيَجْزِيكَ بِهِ وَكَفَىٰ بِهِ يَدُنُوبٍ عِبَادٍ خَيْرًا

إِلَّا الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسُبْحَٰنَ حَيْثُ

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَا سَجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا

৫
[১৬]

আমাদিগকে হকুম দিতেছ ?' বস্তুতঃ এইকথা তাহাদের ঘৃণাকে আরও বাড়াইয়া দেয় ।

৬২ । তিনি পরম কলাণের অধিকারী সত্তা যিনি আকাশে (তারকারাজির জন্য) কক্ষসমূহ সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহাতে প্রদীপ্ত সূর্য এবং উজ্জ্বল চন্দ্র সৃষ্টি করিয়াছেন ।

৬৩ । এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি রজনী ও দিবাকে একে অপরের পক্ষাচ্ছাবনকারী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন সেই ব্যক্তির উপকারের জন্য যে উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহে অথবা সঙ্কতজ্ঞ বান্দা হইতে চাহে ।

৬৪ । এবং রহমানের প্রকৃত বান্দা তাহারা, যাহারা ভূ-পৃষ্ঠের উপর নম্র হইয়া চলে, এবং যখন অজ্ঞরা তাহাদিগকে সম্বোধন করে তখন তাহারা (কোন বিবাদ না করিয়া) বলে, 'সালাম' !

৬৫ । এবং যাহারা রাত্রি অতিবাহিত করে তাহাদের প্রভুর সমীপে সেজদাবনত ও দণ্ডায়মান অবস্থায়;

৬৬ । এবং যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু ! তুমি আমাদের উপর হইতে দোষখের আঘাবকে অপসারিত কর, নিশ্চয় উহার আঘাব সর্বনাশ;

৬৭ । নিশ্চয় উহা অতি মন্দ—— অস্থায়ী ঠিকানা হিসাবেও এবং দীর্ঘস্থায়ী আবাসস্থল হিসাবেও ।'

৬৮ । এবং যাহারা, যখন খরচ করে তখন অপব্যয় করে না এবং কার্পণ্যও করে না বরং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে;

৬৯ । এবং যাহারা, আল্লাহর সঙ্গে অন্য কোন মা'বদকে ডাকে না এবং ন্যায়-সংগত কারণ ব্যতীত এমন কোন প্রাপকে হত্যা করে না যাহাকে আল্লাহ্ (হত্যা করা) হারাম করিয়াছেন এবং তাহারা ব্যাভিচার করে না; বস্তুতঃ যে কেহ এইরূপ কাজ করিবে সে (তাহার) পাপের শাস্তির সম্মুখীন হইবে;

৭০ । কিয়ামতের দিন তাহার জন্য আঘাবকে দ্বিগুণ করা হইবে এবং তথায় সে নাক্তিত অবস্থায় বাস করিতে থাকিবে—

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَفَرَجًا ۝٦٢

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ سُكُورًا ۝٦٣

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَتَنَزَّهُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَمِيمًا ۝٦٤ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝٦٥

وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝٦٦ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝٦٧

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝٦٨

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ۝٦٩

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۝٧٠ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَتَمًا ۝٧١

يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخَلَّدْ فِيهِ ۝٧٢ مَهْمًا ۝٧٣

৭১। সেই ব্যক্তি বাতীত যে তওবা করে এবং ইমান আনে এবং পূণ্য কর্ম করে, ইহারা এমন লোক যে, আল্লাহ তাহাদের মন্দ কর্মগুলিকে সুন্দর কর্মে বদলাইয়া দিবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

৭২। যে ব্যক্তি তওবা করে এবং সংকর্ম করে বস্তুতঃ সে পূর্ণরূপে আল্লাহর দিকে ঝুঁকে;

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝

৭৩। এবং যাহারা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং যখন তাহারা রূখা বিষয়ের নিকট দিয়া অতিক্রম করে তখন সসম্মানে অতিক্রম করে;

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا ۝

৭৪। এবং যাহারা, তাহাদের প্রভুর আয়াতসমূহ তাহাদিগকে যখন স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় তখন উহার প্রতি বধির ও অজ্ঞের ন্যায় আচরণ করে না।

وَالَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَمُزِّجُوا عَلَيْهَا صُنًى وَعُقَبًا ۝

৭৫। এবং যাহারা বলে, 'হে আমাদের প্রভু! তুমি আমাদিগকে আমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মাধ্যমে চক্ষুর স্ফীকতা দান কর এবং আমাদিগকে মৃত্যুকীর্ণের ইমাম বানাও।'

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَنَا لِمَتَّقِينَ إِمَامًا ۝

৭৬। ইহারা ই এমন লোক, যাহাদিগকে তাহাদের সংকর্মের উপর ধৈর্যসহকারে কায়াম থাকার কারণে প্রতিদানস্বরূপ (সুরমা) বালাখানা দেওয়া হইবে এবং তথায় তাহাদিগকে শুভানীষ এবং শান্তির বাণী দ্বারা সম্বর্ধনা আপন করা হইবে,

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا سَكِينَةً وَسَلَامًا ۝

৭৭। তথায় তাহারা চিরকাল বাস করিবে। উহা অতি উত্তম হইবে—অস্থায়ী বিশ্রামাগার হিসাবে এবং স্থায়ী বাসস্থান হিসাবেও।

خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝

৭৮। তুমি (অবিশ্বাসীদিগকে) বল, 'আমার প্রভু তোমাদের কোন পরওয়া করেন না যদি তোমাদের দোয়া না থাকে। যেহেতু তোমরা (আল্লাহর বাণীকে) মিথ্যা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছ, অতএব উহার শাস্তি অচিরেই তোমাদের সহিত সংযুক্ত হইবে।'

قُلْ مَا يَعْبُؤُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِإِمَامٍ ۝